যুগান্তর

তারিখ ... 25 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

পথচারী সেজে বিক্রি

ইয়াবা সেবনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তরুণ-তরুণী-শিক্ষার্থীরাও

শিপন হাবীব

রাজধানীর মধ্য বাড্ডার সোলায়মান শেখ ও পারভীন আক্তার দম্পতি বলছিলেন, তার দুই ছেলে একসময় গাঁজা সেবন করত। এখন হেরোইন ও ইয়াবাতে আসক্ত। এরই মধ্যে যোগ দিয়েছে তাদের একমাত্র মেয়েটিও। মেয়েটিকে বিয়ে দেয়ার পর সংসার টিকেনি, দুই নাতনি নিয়ে তার বাড়িতেই থাকছে। পারভীন আক্তার বলেন, তার দুই সন্তান ভালো স্টুডেন্ট ছিল, হাইস্কুল থেকেই তারা প্রথমে সিগারেট পরে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। মাদক সহজলভ্য হওয়ায় অভিভাবকদের সচেতনতায় কাজ হয় না। সন্তানদের পাহারা দিয়ে রাখলেও ক্ষুদ্রাকারের মাদকদ্রব্যগুলো অতি সহজেই তারা সেবন করতে পারছে। মাদকাসক্ত অভিভাবকদের হয়ে বলতে পারি, সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে জাতিকে মাদকের থাবা থেকে মুক্তি দিতে না পারা।

মাদকদ্রব্য ছড়িয়ে পড়ছে ফুটপাত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। রাজধানী কিংবা বিভাগীয় শহরগুলোতেই নয়, এখন গ্রামের স্কুল-কলেজগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে ইয়াবা। ক্ষুদ্রাকারের ইয়াবা সেবনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তরুণ-তরুণী-শিক্ষার্থীরাও। শনিবার দুপুরে রাজধানীর বারিধারা সড়কে পথচারী সেজে ইয়াবা বিক্রি করার সময় হাতেনাতে আটক হয় কলেজ শিক্ষার্থী আনিসুর রহমান রনি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর খিলগাঁও সার্কেলের পরিদর্শক মো. কামরুজ্জামান যুগান্তরকে জানান, বর্তমানে মাদক বিক্রেতা ও সেবনকারীদের একটি অংশ পথচারী সেজে মাদক বিক্রি করছে। আটক রনির প্যান্টের বেল্টের ভেতর থেকে ১০০ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। রনি এসব ইয়াবা বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করে আসছিল।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রণেতা ও গণফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. কামাল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, মাদক কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। শুধু শহর নয়, এখন গ্রামের আনাচে-কানাচেও তা ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। এখন দেখছি স্বাধীন দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করে দিতে মাদকই যথেষ্ট। সরকার কিংবা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কঠোর হতে হবে। মাদক নির্মূলে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে।

মাদক আশানুরূপভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না স্বীকার করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মহাপরিচালক সালাহউদ্দিন মাহমুদ যুগান্তরকে জানান, শনিবার সকালে হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে কাতার এয়ারলাইন্স থেকে ৭শ' গ্রাম কোকেন উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক স্থল, জল ও আকাশ পথে আসছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্রাকার ও প্যাকটজাত মাদকদ্রব্য স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথা তরুণ-তরুণীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে তা নিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে এ সংস্থার সদস্যরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছে। অভিভাবকদের সচেতন করতে মাসব্যাপী জেলায় জেলায় বৈঠক-সমাবেশ করা হচ্ছে। সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। কেবলমাত্র আইন কিংবা পুলিশ দিয়ে মাদক পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না। চিকিৎসকরা ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

ইয়াবা সেবনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বলছেন, অনেক অভিভাবকই তাদের আসক্ত সন্তানদের চিকিৎসা করাতে আসছেন। আসক্তরা নিজেও চিকিৎসা নিচ্ছেন। চিকিৎসা নিতে আসা আসক্তদের মধ্যে উঠতি বয়সের শিক্ষার্থী-তরুণ-তরুণীদের সংখ্যাই সর্বাধিক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের তৈরি এক প্রতিবেদনেও মিলেছে মাদক সিন্ডিকেটের স্কুলকেন্দ্রিক তৎপরতার এ ভয়াবহ চিত্র।

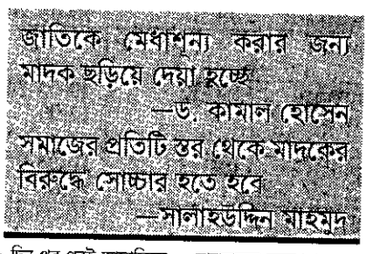

রাজধানীতে বই কেটে স্তরে স্তরে সাজিয়ে, পায়ু কিংবা গোপনাঙ্গে বিশেষ পদ্ধতিতে ইয়াবার চালান আসছে ট্রেনে করে। কমলাপুর রেলওয়ে থানার ওসি ইয়াছিন ফারুক যুগান্তরকে জানান, চট্টগ্রাম কিংবা সীমান্ত ঘেঁষে আসা ট্রেনগুলো দিয়ে বেশিরভাগ ইয়াবার চালান আসছে রাজধানীতে। তিনি বলেন, ২-১ দিন পর পরই আসামিসহ ইয়াবা উদ্ধার করা হচ্ছে যাত্রীবেশিঅ মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। মাদক বহনকারীরা ট্রেনযাত্রী সেজে খুব কৌশল ও পদ্ধতিতে পায়ু ও গোপনাঙ্গে করে ইয়াবা নিয়ে আসছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ-তরুণী, কখনও আবার শিক্ষার্থীরাও এ ব্যবসা করছে। রেলওয়ে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় মাদক নিয়ন্ত্রণ-প্রতিরোধে কাজ করছেন।

জানা গেছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোয় বাংলা মাধ্যমের চেয়ে আসক্তের সংখ্যা বেশি। মাদক ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কৌশলে স্কুলে এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক সূত্রে জানা গেছে, মাদকের প্রভাবে অনেক কিশোর-কিশোরীর পড়ালেখা থেমে যাচ্ছে। মাদকের অর্থ সংগ্রহে তারা নানা অপরাধে জড়াচ্ছে। নানা সংকটে বিপন্ন হচ্ছে পরিবার।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ ইয়াবা আসে তার প্রায় ৯০ শতাংশই আসে মিয়ানমার থেকে। মিয়ানমার সীমান্তে ইয়াবা তৈরির কারখানা রয়েছে। কারখানাগুলোর তালিকাও মিয়ানমার সরকারকে দেয়া হয়েছে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম মহাসড়ক হয়ে ইয়াবার চালান ঢুকছে রাজধানীতে। কখনও বাসে, কখনও পণ্যবাহী ট্রাকে। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ধারণা, যে পরিমাণ চালান ধরা পড়ছে, তার অন্তত ১০ গুণ বেশি চালান নজর এড়িয়ে বিভিন্ন পয়েন্টে ছড়িয়ে পড়ছে।

চিকিৎসক, মনোরোগ বিজ্ঞানী ও সচেতন মহল বলছে, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা যে হারে মাদকাসক্ত হচ্ছে তাতে এক সময় যুবসমাজ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশে জঙ্গি সমস্যা যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে, ধ্বংস করা হচ্ছে, সেভাবেই গুরুত্ব দিতে হবে মাদকের বিরুদ্ধে। ধ্বংস করে দিতে হবে সিন্ডিকেট, মাদক ব্যবসায়ীদের। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোহিত কামাল বলেন, মাদক সেবন একটি দেশকে ভয়াবহ সংকটে ফেলতে পারে। তরুণ-তরুণী তথা স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা যখন মাদক সেবনে আসক্ত হয়ে পড়ছে, তখন এটি নিশ্চয় একটি দেশের জন্য বড় ধরনের হুমকি। তিনি বলেন, গবেষণানুযায়ী ইয়াবা সেবনে সবচেয়ে বেশি আসক্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ইয়াবা দায়ী। দেশে প্রায় ৬০ শতাংশ মাদকসেবী ইয়াবায় আসক্ত।